প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বর্তমান এবং নিকট ভবিষ্যতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে কোভিড-পূর্ব ধারাবাহিকতায় পুনরুদ্ধার করছিল, তখন ইউক্রেন যুদ্ধ নজিরবিহীন মহামারি কোভিড-১৯ দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতিকে আরও তরান্বিত করছে। জাতিসংঘের মতে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং ২০২২ সালে ৪.০ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৩.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। বিশ্বব্যাংক ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪.১ এবং ৩.২ শতাংশ হবে মর্মে পূর্বাভাস দিয়েছে, এবং ২০২১ সালের জন্য ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করেছে। আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে যে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২২ এবং ২০২৩ উভয় বছরে ৩.৬ শতাংশ হবে। বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এবং বর্তমান ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাক্রম্য নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকা মূল্যের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশ পূর্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বিবিএস সাময়িকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২,৮২৪ মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৮ শতাংশ। রপ্তানি ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে এবং আমদানি ব্যয় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানি যথাক্রমে ৪০.১ এবং ৬১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ১.৯ শতাংশ অবমূল্যায়িত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে প্রবাস আয় হয়েছে ১৭.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবস্থান ৩০ এপ্রিল ২০২২-এ দাঁড়িয়েছে ৪৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি, রপ্তানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, স্বাভাবিক কোভিড পরিস্থিতি, জীবন-জীবিকার পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন, পদ্মা সেতুসহ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের সমাপ্তির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবার প্রাক-মহামারি পর্যায়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বিশ্ব অর্থনীতি

বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি যখন কোভিড-১৯ মহামারি থেকে দৃঢ়ভাবে পুনরুদ্ধার হতে শুরু করে, তখনই ইউক্রেনের যুদ্ধ চলমান এই পুনরুদ্ধারের একটি বাধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং যুদ্ধের প্রভাবে সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাতের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মন্থরতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস সংশোধন করেছে। জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্ট ২০২২' অনুসারে, ২০২০ সালের ৩.৪ শতাংশ সংকোচনের পরে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ১৯৭৬ সালের পর সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে বিশ্ব অর্থনীতি ২০২২ সালে ৪.০ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট, জানুয়ারী ২০২২ অনুযায়ী ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৪.১ এবং ৩.২ শতাংশ, যেখানে ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৫.৫ শতাংশ।

এ অর্থনৈতিক মন্থরতা উন্নত অর্থনীতি, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির মধ্যে ভিন্ন হবে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৫ শতাংশ হতে, ২০২২ সালে ৩.৮ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ২.৩ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে পূর্বাভাস ব্যক্ত করা হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধির হার এসব অর্থনীতিকে তাদের প্রাক-মহামারি পর্যায়ের উৎপাদন এবং বিনিয়োগ প্রবণতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট হবে। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৬.৩ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৪.৬ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৪.৪ শতাংশে নেমে যাওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে, ২০২৩ সালের মধ্যে সকল উন্নত অর্থনীতির উৎপাদন সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার অর্জন করবে; তবুও উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার ৪ শতাংশের নিচে থাকবে। অনেক দুর্বল অর্থনীতির জন্য,

বিপত্তি আরও বড়, ভঙ্গুর এবং সংঘাত-আক্রান্ত অর্থনীতির মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার ৭.৫ শতাংশ নীচে এবং ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির মোট উৎপাদন ৮.৫ শতাংশ নীচে থাকবে। যাহোক, যেহেতু জানুয়ারির এ পূর্বাভাসের সময়ে ইউক্রেন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তাই আসন্ন পূর্বাভাসটি উপরের বিশ্লেষণের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO) এপ্রিল ২০২২-এ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) পূর্বাভাস দিয়েছে যে ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। ২০২২ এবং ২০২৩-এর প্রাক্কলন WEO জানুয়ারি ২০২২ আপডেটের তুলনায় ০.৮ এবং ০.২ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। ২০২৩ সালের পর মধ্য মেয়াদে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.৩ শতাংশে হ্রাস পাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

উন্নত অর্থনীতি ২০২২ সালে ৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারিল সফল ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক অর্থনীতি ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির গতিপথে প্রত্যাবর্তন করেছে, তবে ইউক্রেনের যুদ্ধের কারনে সৃষ্ট মুল্যস্ফীতি এই গতি কমিয়ে দিচ্ছে। WEO জানুয়ারীর আপডেটের তুলনায় IMF প্রায় সকল দেশের প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন কমিয়েছে। ২০২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩.৭ শতাংশ, যুক্তরাজ্য ৩.৭ শতাংশ, জার্মানি ২.১ শতাংশ, ফ্রান্স ২.৯ শতাংশ, জাপান ২.৪ শতাংশ এবং কানাডা ৩.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি করবে মর্মে আভাস দেয়া হয়েছে। এই প্রাক্কলনসমূহ নেতিবাচক ০.২ শতাংশ থেকে নেতিবাচক ১.৭ শতাংশের মধ্যে হতে পারে। বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি ২০২২ সালে ৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা WEO জানুয়ারি ২০২২ আপডেটের পূর্বাভাসের চেয়ে ১.০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। এ গ্রুপে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে ভারতের যা ৮.২ শতাংশ, তবে জানুয়ারি ২০২২ আপডেটের তুলনায় ০.৮ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। চীনের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসও ৪.৮ পারসেন্টেজ পয়েন্ট থেকে ৪.৪ পারসেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস করা হয়েছে। চীন ও ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার গতি কমে যাওয়া গ্রুপের বাকি সদস্যদের জন্য একটি শক্তিশালী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল ইউরোপের অর্থনীতিসমূহ ২০২২ সালে ২.৯ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে, যা জানুয়ারি আপডেটের তুলনায় ৬.৪ শতাংশ কম, যা মূলত ইউক্রেনের যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ এবং নিষেধাজ্ঞাসহ সংশ্লিষ্ট ফলাফলের প্রভাবে রাশিয়ার অর্থনীতি ২০২২ সালে ৮.৫ শতাংশ সঙ্কুচিত হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা জানুয়ারি আপডেটের তুলনায় ১১.৩ শতাংশ কম। এটি লক্ষণীয় যে রাশিয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চ তেলের দামের কারণে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা উর্ধ্বমুখী হয়েছে। ২০২২ সালে গ্রুপে সৌদি আরবের ৭.৬ শতাংশের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

যুদ্ধজনিত সংকট এবং কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতের উন্নয়ন মূলত: মহামারির গতিবিধি, নীতি-নির্ধারণ কার্যক্রম, আর্থিক অবস্থার বিবর্তন, দ্রব্য মূল্য এবং দেশভেদে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সাথে সংগতিপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণের সক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। এ বিষয়গুলোর উত্থান-পতন এবং দেশভেদে এ প্রেক্ষাপটে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের উপর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি নির্ভর করবে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সারণি ১১. এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১.১ ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপন

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত	প্রক্ষেপন আউটলুক, এপ্রিল ২০২২		পার্থক্য আউটলুক আপডেট জানুয়ারী ২০২২	
	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২২	২০২৩
বিশ্ব অর্থনীতি	৬.১	৩.৬	৩.৬	-০.৮	-০.২
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	৫.২	৩.৩	২.৪	-০.৬	-০.২
যুক্তরাষ্ট্র	৫.৭	৩.৭	২.৩	-০.৩	-০.২
ইউরো অঞ্চল	৫.৩	২.৮	২.৩	-১.১	-০.২
যুক্তরাজ্য	৭.৪	৩.৭	১.২	-১.০	-১.১
জার্মানি	২.৮	২.১	২.৭	-১.৭	০.২
ফ্রান্স	৭.০	২.৯	১.৪	-০.৬	-০.৪
কানাডা	৪.৬	৩.৯	২.৮	-০.২	০.০
জাপান	১.৬	২.৪	২.৩	-০.৯	০.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৬.৮	৩.৮	৪.৪	-১.০	-০.৩
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৭.৩	৫.৪	৫.৬	-০.৫	-০.২
চীন	৮.১	৪.৪	৫.১	-০.৪	-০.১
ভারত	৮.৯	৮.২	৬.৯	-০.৮	-০.২
আসিয়ান-৫*	৩.৪	৫.৩	৫.৯	-০.৩	-০.১

উৎস ঃ World Economic Outlook, April 2022, IMF.

*আসিয়ান-৫ দেশসমূহ: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া,ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

এক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশের মাইলফলক এবং ২০১৮-

১৯ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশের মাইলফলক অতিক্রম করে। তবে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা করেছে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে এসেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থনীতির ৬.৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.২৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.০৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট এবং গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৩১ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। জিডিপি প্রবৃদ্ধির মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস হল ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৮ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ।

জিডিপি ,মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয়

বিবিএসের চূড়ান্ত হিসেব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ৩৫,৩০,১৮৪.৮ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৩১,৭০,৪৬৯.৪ কোটি টাকা। নামিক (nominal) হিসেবে এক্ষেত্রে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ১১.৩৫ শতাংশ। বিবিএস এর সাময়িক হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৯,৭৬,৪৬২ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৪,৪৬,২৭৮ কোটি টাকা বেশি। মাথাপিছু জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২,৭২৩ মার্কিন ডলার। মধ্যমেয়াদী জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৪,১২,৮৪৯ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৯,৪৯,৭১২ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৫,৫৯,৫১৭ কোটি টাকা। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২,৪৬২ মার্কিন ডলার, যা পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় ২২৮ মার্কিন ডলার বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় বেড়ে ২,৫৯১ মার্কিন ডলার হয়েছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২৬৫ মার্কিন ডলার বেশি। সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ২, ৮২৪ মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২৩৩ মার্কিন ডলার বেশি।

খাতভিত্তিক জিডিপি

বিবিএসের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ৩.১৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ০.২৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। একই সময়ে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.২৯ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩.১৬ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা খাত ৫.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হবে ২.২০ শতাংশ যা গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৯৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। কৃষি খাতের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত হয়েছে বন ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবাসমূহের জন্য যা ৫.৩৭ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ কৃষি খাতের অবদান দাঁড়াবে ১১.৫০ শতাংশে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

শিল্প খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০.৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.১৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। জিডিপিতে শিল্পের অবদান হবে ৩৭.০৭ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১.০৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৬.৩১ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট শতাংশ বেশি। মানব স্বাস্থ্য ও সামজিক সেবা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ৯.৭৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা; পরিবহন ও স্টোরেজ; বাসস্থান ও খাদ্য পরিষেবা; আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম; পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম; জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়াবে ৫১.৪৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.২৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

ভোগ ব্যয়

যখন ব্যয়ের ভিত্তিতে জিডিপি পরিমাপ করা হয়, তখন ভোগ ব্যয় বিশেষ করে বেসরকারি খাতের ব্যয়ই জিডিপির সিংহভাগ হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ চাহিদার মধ্যে ভোগ ব্যয় গত এক দশকেরও বেশি সময় পর্যন্ত জিডিপি'র ৭০ শতাংশের উপরে রয়েছে। বিবিএসের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ সালে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান ৭৪.৬৬ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ৬৮.৭৮ শতাংশ এবং সরকারি ভোগব্যয় ৫.৮৮ শতাংশ। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান দাঁড়াবে ৭৮.৪৪

শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৭২.৭৭ শতাংশ এবং সরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৫.৬৭ শতাংশ। মোট ভোগ ব্যয় গত অর্থবছরের তুলনায় ৩.৭৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.৩৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৭৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। একইভাবে, মোট জাতীয় সঞ্চয় জিডিপির শতাংশ হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০.৭৯ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ০.৬৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশজ ও সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপির ২১.৫৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল জিডিপির ২৫.৩৪ শতাংশ। মোট জাতীয় সঞ্চয় জিডিপির ২৫.৪৫ শতাংশ হবে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৫.৩৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

জিডিপিতে বিনিয়োগের পরিমান ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.০২ শতাংশে নেমে এসেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের বিনিয়োগ থেকে ০.২৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩.৭০ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৭.৩২ শতাংশ। জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সরকারি বিনিয়োগ সামান্য বৃদ্ধি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৩১.৬৮ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৪.০৬ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৭.৬২ শতাংশ। মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৬৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৫৬ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ০.০৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সামান্য বেশি। করোনা মহামারির দুর্যোগকালীন পৃথিবীতে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধের কারণে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.৮ শতাংশ।

রাজস্ব আহরণ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,২৮,৯৮৪ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৩ %) রাজস্ব আহরণ করা হয়েছে, এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব ২,৬৩,২২৬ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,০৬৬ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৫৯,১৯২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৯ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৪%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.১%)।

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০২২) রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৭৪,৩৮১ (লক্ষ্যমাত্রার ৭০.৫৩ %) কোটি টাকা,যার মধ্যে এনবিআর রাজস্ব ২,৪২, ৯৩০ কোটি এবং এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব ৩১,৪৫১ কোটি টাকা।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫,৯৩,৫০০ কোটি টাকা যা জিডিপির' ১৫.১ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৩,৮৫,৯৫০ কোটি টাকা (জিডিপির' ৯.৮%) এবং উন্নয়ন ব্যয় ২,০৭,৫৫০ কোটি টাকা (জিডিপির' ৫.৩%)।

iBAS^{++}এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২,৬২,০৪১ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় হয়েছে ১,৯৪,৩৩৬ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ৬৩, ৪১১ কোটি টাকা।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী আইবাস ++(সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সিভিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় এবং রেলওয়েতেও সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজ চালু

করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে কনসলিডেশন এবং ইন্ট্রিগেশন এর জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের অর্থ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কোভিড-১৯ মহামারির কারনে বাজেটের ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বাজেটের ঘাটতি ধরা হয়েছে ২,০৪,৫০০ কোটি টাকা (অনুদানসহ) যা জিডিপির ৫.১ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ৮০,২১২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০%) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১,২৪,২৮৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১%) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৮০,২৮৮ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৩৭,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের অগ্রাধিকার খাত

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে পরিবহণ ও যোগাযোগ (২৬.৪৯%), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (১৯.৮১%), গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলী (১১.৫১%), শিক্ষা (৯.৫৯%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৭.১৫%) এবং স্বাস্থ্য (৬.৩৫%)।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

কোভিড-১৯ মহামারির কারনে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি গুণগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সহনীয় মূল্যস্ফীতি বজায় রেখে আর্থিক খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি এবং আর্থিক ও ঋণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধার করে সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও জনজীবনে স্বাভাবিক গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্তে মূল্যস্ফীতি ৫.৩ শতাংশে সীমিত রেখে প্রাথমিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা কর্মসূচি প্রণীত হয়।

ব্যাংকগুলোর তহবিল খরচ কমানো ও সুদহার করিডোর (রেপো এবং রিভার্স রেপো হারের মধ্যে ব্যবধান) যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রেপো সুদ হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট এবং রিভার্স রেপো সুদ হার ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে জুলাই ২০২০ হতে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদের হার যথাক্রমে ৪.৭৫ ও ৪.০০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের মে মাস হতে ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো সুবিধা কার্যকরভাবে চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি ঘোষিত সুদহার যৌক্তিকীকরণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিগত ১৭ বছর যাবৎ (২০০৩ সাল থেকে) অপরিবর্তীত থাকা ব্যাংক রেট ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অভ্যন্তরীণ এবং অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) ৫.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে ৪.০ শতাংশ ও ২.০ শতাংশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এফআই) জন্য সিআরআর ২.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) বেড়েছে ৯.৪ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) হ্রাস পেয়েছে ৭.৪১ শতাংশ। এসময়ে নীট বৈদেশিক সম্পদের ৩০.৩৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ের ৯.০৬ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৮৭ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৯৩ শতাংশ। এ সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৮.৯৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১০.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণের পরিমান গত বছরের একই সময়ের ৪.৮২ শতাংশের তুলনায় ১০.০৯ শতাংশ বেড়েছে।

সুদের হার

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে, উৎপাদনশীল খাতকে সমৃদ্ধ করতে এবং খেলাপী ঋণ কমাতে সুদের হার যৌক্তিক করা হয়েছে এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত সব ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন উৎপাদনশীল খাতগুলি খুব বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়নি এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হার নিম্নগামী হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণের ভারিত গড় সুদ ধারাবাহিকভাবে কমে ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সুদ হারের ব্যবধান ৫ শতাংশ থেকে কমে ৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

পুঁজি বাজার

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের ৬০৯ টি থেকে বেড়ে ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৬২৩টি তে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ৫,১৪,২৮২.১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দাঁড়ায় ৫,৩৬,৯৬১ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২০ সালের জুন শেষে ছিল ৬,১৫০.৪৮ পয়েন্টে যা ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৮.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,৫৫৫.৬৬ পয়েন্ট।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের ৩৪৯টি থেকে বেড়ে ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৩৭৮টি তে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ৪,৩৮,৪২৫.৭কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দাঁড়ায় ৪,৬৪,৮৭৬.৩ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (সিএসইএক্স) ২০২১ সালের জুন শেষে ছিল ১৭,৪৩৯.৭৬ পয়েন্টে যা ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ১১.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯,৪৭৪.৪৫ পয়েন্ট।

রপ্তানি

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১২.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৩২.৪৩ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে পণ্য ভিত্তিক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিতে দেখা যায়, পাট ও নির্মাণ সামগ্রী ছাড়া গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় সব পণ্য থেকে রপ্তানি আয় বেড়েছে। কোভিড-১৯-এর সময়ে রপ্তানি সহজতর করার জন্য সরকারি উদ্যোগগুলি বাড়ানো হয়েছে। নতুন পণ্যে রপ্তানি প্রণোদনাও বাড়ানো হয়।

আমদানি

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৭৪ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৭১.৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা অর্থবছরের শেষে প্রায় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে বৈদেশিক কর্মস্থানে প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যার কারণে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০২০ সালে কমে দাঁড়ায় ২.১৮ লক্ষ্য; যা ২০১৯ সালে ছিল ৭.০ লক্ষ্য। ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা ধীরে ধীরে শিথিল হওয়ায় ২০২০ সালের পর বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গতি ফিরতে শুরু করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে ৬.১৭ লক্ষ্য এবং ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩.২৩ লক্ষ্য এ পৌঁছেছে। আশা করা হচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী গণ টিকাদান কর্মসূচি এবং কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি বিবেচনা করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০২২ সালে মহামারির পূর্বাস্থাকেও অতিক্রম করবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে (৩৬.১০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-

মার্চের সময়ে রেমিট্যান্স আয় রেকর্ড করা হয়েছে ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। ২০২২ সালের জুলাই-মার্চ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স (২১%) এসেছে। এরপরের অবস্থানেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (১৬%), যুক্তরাজ্য (১১%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৯%), কুয়েত (৮%), কাতার (৬%), মালয়েশিয়া (৫%) এবং ইটালী (৫%) ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০২০-২১ অর্থবছরের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৯-২০ অর্থবছরে একই সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ২৭.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সময়ে চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতি ছিল ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত অর্থবছরের একই সময়ের ১২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স এবং সন্তোষজনক রপ্তানি আয়ের উপর ভর করে ২৪ আগস্ট ২০২১, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে। কিন্তু আমদানি ব্যয়ে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে, ২৪ আগস্ট ২০২১ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৪৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ১.৯ শতাংশ অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত হয়। ২০২২ সালের ৩০ জুন মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান দাঁড়ায় প্রতি ৮৬.৪৫ টাকা, যা ৩০ এপ্রিল, ২০২১-এ ছিল ৮৪.৮০ টাকা ছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিবিধি ও অভ্যন্তরীণ খাতের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সংকট কাটিয়ে বিশ্ব যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল ঠিক তখনই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ সেই গতি মন্থর করে দিয়েছে। জনস্বাস্থ্য, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং পণ্য বাজারে করোনা ভাইরাসের অপ্রত্যাশিত প্রভাব মোকাবিলায় দেশসমূহ গণ টিকা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকার প্রায় ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে সময়োপযোগী নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশ সফলভাবে ন্যূনতম প্রাণহানির সাথে, একের পর এক কোভিড-১৯ ঢেউ মোকাবেলা করেছে। ৪ মে ২০২২ পর্যন্ত, ৭০.১৮ শতাংশ জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া হয়েছে।

মধ্য মেয়াদে কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, ইউক্রেনের যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি বিবেচনা এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, 'ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০', এবং 'সুনীল অর্থনীতি' কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সরকার কোভিড-১৯ মহামারি পূর্ব স্থিতিশীল ও উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিপথ পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। এমটিএমএফ-এর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ শতাংশের বিপরীতে বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২১-২২ চলতি অর্থবছরে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের। সাময়িক হিসাবে অর্জিত হয়েছে ৭.২৫ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭.৫ এবং ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৮ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরে ক্রমশ:

হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ আগামী তিন অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.৫-৩৩.৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে আশা করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৬-৭ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ২৫.৪-২৮ শতাংশের মধ্যে থাকবে।

এমটিএমএফ-এ আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ৯.৮ শতাংশ। ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ৯.৮ থেকে ১০.৬ শতাংশে পৌছাতে পারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি ব্যয় আগামী তিন অর্থবছরে জিডিপি'র ১৫.৪-১৫.৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে আশা করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ থাকবে। বাজেট ঘাটতি ২০২২-২৩, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ৫.৫ থেকে ৫ শতাংশ হতে পারে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা বেশি হতে পারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৪.৮ শতাংশে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বৃদ্ধি পেয়ে আগামী তিন অর্থবছরে জিডিপি'র ১৫ থেকে ১৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে আশা করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৪.১ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে আগামী তিন অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে থাকবে। ২০২১-২২ অর্থবছর আমদানি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩০ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২ শতাংশ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪.৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাস আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপির ৫.৫ শতাংশ, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরে জিডিপির ৫.৭ থেকে ৫.৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি, রপ্তানি পুনরুদ্ধার, কোভিড পরিস্থিতির উন্নয়ন, জীবন ও জীবিকা পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্ণাঙ্গ পুনরুদ্ধার, কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, পদ্মা সেতুসহ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের সমাপ্তি বিবেচনায় এটি প্রত্যাশা করা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি মহামারি পূর্ব স্থিতিশীল ও উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে। সারণি ১.২ এ ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১.২ ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সুচক	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপন		
প্রকৃত খাত	**ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬**				**ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬**	**ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬**			
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩২	৭.৮৮	৩.৪৫	৬.৯৪	৭.২০	৭.২৫	৭.৫০	৭.৮০	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৭৮	৫.৪৮	৫.৬৫	৫.৫৬	৫.৩০	৫.৮০	৫.৬০	৫.৫০	৫.৫০
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	৩১.৮	৩২.২	৩১.৩	৩১.০	৩১.৭	৩১.৬৮	৩১.৫	৩২.৮	৩৩.৬
বেসরকারি	২৪.৯৪	২৫.২৫	২৪.০২	২৩.৭০	২৩.৩১	২৪.০৬	২৪.৮৮	২৫.৯১	২৬.৬৫
সরকারি	৬.৯	৭.০	৭.৩	৭.৩	৮.৪	৭.৬২	৬.৬	৬.৯	৭.০
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)									
মোট রাজস্ব আয়	৮.২	৮.৫	৮.৪	৯.৩	১১.৩	৯.৮	৯.৮	১০.৪	১০.৬
কর রাজস্ব	৭.৪	৭.৭	৭.০	৭.৬	১০.০	৮.৭	৮.৮	৯.৩	৯.৫
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৭.১	৭.৪	৬.৮	৭.৫	৯.৫	৮.৩	৮.৪	৮.৮	৯.০
কর বহির্ভুত রাজস্ব	০.৮	০.৯	১.৪	১.৭	১.২	১.১	১.০	১.১	১.১
সরকারি ব্যয়	১২.২	১৩.৩	১৩.০	১৩.৩	১৭.৫	১৪.৯	১৫.৪	১৫.৫	১৫.৬
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৫	৫.০	৪.৮	৪.৯	৬.৫	৫.২	৫.৬	৬.৩	৬.৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৪.০	-৪.৭	-৪.৭	-৪.০	-৬.২	-৫.১	-৫.৫	-৫.১	-৫.০
অর্থায়ন	৪.০	৪.৭	৪.৭	৪.০	৬.২	৫.১	৫.৫	৫.১	৫.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	১.০	১.১	১.৪	১.৪	২.৯	২.০	২.৩	২.২	২.৩
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.০	৩.৪	৩.৩	২.৩	৩.৩	৩.১	৩.২	২.৯	২.৮
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন,বছর শেষে)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.৭	১২.৩	১৪.০	১০.১	১৪.০	১৭.৮	১৬.০	১৬.০	১৭.০
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৬.৯	১১.৩	৮.৬	৮.৩	১১.০	১৪.৮	১৫.০	১৫.০	১৬.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	৯.২	৯.৯	১২.৬	১৩.৬	১৩.৮	১৫.০	১৫.৬	১৬.০	১৬.৫
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	৬.৭	৯.১	-১৭.১	১৫.৪	১২.০	৩৪.১	২০.০	১৮.০	১৮.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	২৫.২	১.৮	-৮.৬	১৯.৭	১১.০	৩০.০	১২.০	১৪.০	১৪.৫
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	১৫.১	১০.২	১২.৪	৩৬.১	৩৫.০	১.০	১৬.০	১০.০	১০.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	-২.৯৮	-১.৪৫	-১.২৬	-০.৯১	-০.০৬	-২.১৯	-১.১৯	-০.৮৬	-০.৮১
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২.৮৬	৩২.৭২	৩৬.০৪	৪৬.৩৯	৪৮.৩৭	৪২.০৫	৪৭.০৭	৫৪.৮৯	৬৪.১১
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৬.২	৬.০	৭.২	৭.৮	৭.৪	৫.৫	৫.৫	৫.৬	৫.৬
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	২৬৯৩২	২৯৫১৪	৩১৭০৫	৩৫৩০২	৩৪৫৬০	৩৯৭৬৫	৪৪৫০০	৪৯৯১৩	৫৬০৬৩

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।